কৃষিমন্ত্রক

সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে মহিলারা খুব সহজেই পারিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারেন: কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিংহ শনিবার উত্তরাখন্ডের দেরাদুনে আন্তঃরাজ্য সমবায় বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন

Posted On: 15 MAY 2017 5:18PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী রাধামোহন সিংহ শনিবার উত্তরাখন্ডের দেরাদুনে আন্তঃরাজ্য সমবায় বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন | এই উপলক্ষে তাঁর ভাষণে শ্রী সিংহ জানান, মহিলারা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নততর জীবনমান নিশ্চিত করতে পারেন | সমবায় পদ্ধতিতে বনায়ন,সবজি উৎপাদন, ফলচাষ ও সৌরশক্তির মত বিষয়কে ভিত্তি করেক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলে মহিলারা খুব সহজেই পারিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারেন বলেও কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন|

উত্তরাখন্ডের বিকাশে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেবলেন, রাজ্য সমবায় দফতর স্বউদ্যোগ বিকাশ প্রক্রিয়াতে উৎসাহ যোগাতে সমবায় ভিত্তিকস্ব উদ্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বেছে নিয়েছে এবং এই প্রদর্শনীও সেই লক্ষ্যেই আয়োজিত | তিনি দেশে সমবায় ব্যবস্থার ইতিহাস টেনে বলেন, গুজরাটে প্রথম সমবায় আন্দোলনের ফলেই ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস অ্যাক্ট কার্যকর হয়|

শ্রী সিংহ একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা রূপায়নে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আওতাভুক্ত করার ব্যাপারে সমবায় উদ্যোগীদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান | যেহেতু উত্তরাখন্ডের কৃষি সম্পূর্ণভাবে বর্ষা নির্ভর তাই সেখানে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া জরুরি | তিনি এ-ও মন্তব্য করেন, সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে | গ্রামীনঅর্থনীতিকে উন্নত মানে তুলে আনতে দায়বদ্ধতার সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ন করছে এই সরকার|তিনি ভারতের সমবায় আন্দোলনকে বিশ্বের বৃহত্তম হিসেবে বর্ণনা করে জানান,১১২ বছরের দীর্ঘ সমবায় অভিযাত্রায় নানারকম পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতে গ্রামস্তর থেকে জাতীয়স্তর পর্যন্ত ৮ লক্ষ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে|এগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ২৭৪ মিলিয়নেরও বেশি| এর মধ্যে দেশের ৯৫ শতাংশ গ্রামের ৭১ শতাংশ পরিবার জড়িত রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন |

প্রসঙ্গতঃ উত্তরাখন্ডে সমবায় সমিতিগুলির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে | সমবায় ব্যবস্থার আওতায় রাজ্যের একশো শতাংশ গ্রামকে নতুন পদক্ষেপের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে | এই রাজ্যে পর্যটন, হস্ততাঁত, ফল ও সবজি চাষ, ঔষধি গাছের চাষ,ফুলচাষ প্রভৃতিতে সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হলে দেশে ও দেশের বাইরেও এগুলির ব্যাপক চাহিদা পূর্তি সম্ভব করে তোলা যেতে পারে, তা বলাই বাহুল্য!

(Release ID: 1489882) Visitor Counter : 3

Background release reference

উত্তরাখন্ডের বিকাশে সমবায়ের ইতিবাচক ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেবলেন, রাজ্য সমবায় দফতর স্বউদ্যোগ বিকাশ প্রক্রিয়াতে উৎসাহ যোগাতে সমবায় ভিত্তিকস্ব উদ্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বেছে নিয়েছে এবং এই প্রদর্শনীও সেই লক্ষ্যেই আয়োজিত